হিরু

‘সত্যি হলেও গল্প’

জিৎ দত্ত

হিরু ম্যাজিশিয়ান

কাল রাত থেকেই পেটের মধ্যে প্রজাপতি উড়ছে হিরুর। বারবার ঘুম ভেঙে গেছে আর জানালায় চোখ রেখে দেখেছে ভোর হতে ঠিক কতটা দেরি আর। দু'বার তো মা বিরক্ত হয়েই বললে, "উফ্‌ফ্! তুই বাবা শো' তো এখন! আমি তো তোর আগেই উঠব। ঠিক ডেকে দেব।"

ঠিক ডেকে দেবে মা বলেছে ঠিকই, কিন্তু এখন হিরুর কাউকেই বিশ্বাস করতে ভয় করছে। যদি ভুলে যায় মা? বাবা বলে মায়ের নাকি ভীষণ ভুলো মন। বাজার থেকে ফেরার পরে বাবাকে আবার বাজারে পাঠায়। হিরু যদিও মায়ের ভুলো মনের নমুনা খুব বেশি দেখেনি। কই, প্রথম পাতে শাকভাজা কিংবা উচ্ছে-চচ্চড়ি দিতে তো ভুলে যায় না! উচ্ছে-চচ্চড়ি বলতেই হিরুর মনে পড়ে যায় প্রথম পাতে তেতো খাওয়ার আগে শুকনো ভাত মুখে দেওয়া। হিরু ভুলে গেলেও মা ঠিক মনে করে দেয় আগে দুটো শুকনো ভাত খাওয়ার জন্য। মা বলে বাবা-মা বেঁচে থাকলে নাকি শুধুমুখে তেতো খেতে নেই। তেতো নাহয় শুধুমুখে খাবে না; কিন্তু কাল যদি সত্যি-সত্যি সকালবেলা ডাকতে ভুলে যায় মা!

এমনিতে দাদার কাছে শোয় হিরু। আজ দাদার অনেক রাত পর্যন্ত পড়ার কথা। তাই বাবা শোবে দাদার ঘরে। ইস্! দাদার কাছে শু'লেই জেগে-জেগে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারত। না, তাহলে আবার বাবা যদি দাদার সঙ্গে পড়তে বলত? উফ্ফ্! এই রাতের বেলা মাথাভরতি যত হাবিজাবি চিন্তা! চিন্তার থেকে মুক্তি পেতে হিরু পাশ ফেরে জানালার দিকে। চাদরটা টেনে নিয়ে পাদুটোকে ভালো করে ঢাকে। পায়ের সঙ্গেই চাদরের যত শত্রুতা। কাঠের জানালার ফাঁক দিয়ে শীতের স্পষ্ট হাওয়া মুখে লাগতেই হিরুর চিন্তার গতি কিছুটা কমে যেন। দূর থেকে ভেসে আসে ট্রেনের চলে যাওয়ার তাল। চোখে কেমন ঠগিদের মতো ঘুম নেমে আসে ওর অজান্তেই, আমাদের জীবনে অজান্তে ঘটে যাওয়া অনেক ম্যাজিকের মতোই এই ঘুম।

ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ বাজে। যেটা ভেবেছিল ঠিক তাই! মা ডাকতেই ভুলে গেছে। তাই এত দেরি হয়ে গেল। যদিও মা বলেছে অনেকবার ডাকার পরও হিরু ওঠেনি নাকি। এদিকে ন'টার মধ্যে স্কুলে না পৌঁছলে তো সামনে বসার জায়গাই পাবে না। এর-তার ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করে এসব দেখা যায় নাকি! কোনোরকমে চাপাকল থেকে এক বালতি জল নিয়ে নেয় ও। এর'ম শীতকালে সাহস লাগে স্নান করার সময় প্রথমবার জলটা গায়ে ঢালতে। হাওয়াও যেন বেশি দেয় এই সময় কোনো অনুমতি না নিয়েই। তবে আজ আর মগে করে নয়, উঠোনের চাতালে দাঁড়িয়ে একেবারে এক বালতি জল চাগিয়ে নিয়েই ঝরনার মতো মাথায় ঢালতেই কাঁপতে থাকে হিরু। এই শীতেও যে কী করে বাবা রোজ-রোজ শিবপুকুরে ডুব দেয়, কে জানে! আর ওর এদিকে দাঁতে-দাঁতে ঠোক্কর খাচ্ছে, ঠিক ট্রেন চলার তালেই। অন্যদিন হলে 'উহ্-আহ্' করার সময় পেত; তবে আজকে ওসবের সময়ই নেই। তাড়াতাড়ি গেঞ্জির ওপর স্কুলের জামা গলিয়ে নেয় হিরু। মা পরিয়ে দেয় সোয়েটার। নিজের হাতে বোনা। আগের মাস থেকেই তোড়জোর চলছিল। সুযোগ পেলেই পিঠে বারবার ফেলে মেপে দেখে নিচ্ছিল সোয়েটার, আঁট হবে কি না তা বোঝার জন্য। এতক্ষণ দাঁতে-দাঁতে তবলার যেসব বোল চলছিল, সোয়েটারটা পিঠের শেষ পর্যন্ত মা নামিয়ে দিতেই এক নিমেষে ঠান্ডা

উধাও। ঠিক যে কোন মুহূর্তে ঠান্ডা হাপিশ হয়ে যায়, হিরু অনেক বোঝার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পায়নি সেই মুহূর্তটা। আগে নিজে থেকে চুল আঁচড়াতে পারত না। এখন ক্লাস থ্রি তো, তাই নিজে থেকে চুল আঁচড়ে স্কুলে না গেলে সম্মান থাকে না।

হিরুর পুরো নাম হিরণ্ময় দত্ত। হিরণ্ময়ের অর্থ সোনাময়। হিরুর মুখ জুড়ে এই শীতে একঠোঙা হলদে রোদ। সিঁথি কেটে পাটে-পাটে চুল আঁচড়ানো। হাতের আঙুল বছর দশের তুলনায় বেশি লম্বা। পায়ের পাতাও। তবে ওর কালো জামের মতো চোখগুলো যেন সবসময়ই ভাবনা আর কৌতূহল ঘেঁষা। এত ভাবনার জন্যই বোধ হয় ক্লাস থ্রি-র হিরু যেন সবেতেই একটু গোবেচারা। মা টিফিনে পরোটা আর আলুভাজা দিলে, হিরুর ভাগে দু'-এক টুকরো ছাড়া কিছুই থাকে না। শেষে ওই টুকরো পরোটাই মনখারাপ নিয়ে বিনা আলুভাজায়, খালি ওটার তেল দিয়ে মাখিয়ে খেয়ে নেয়। যে-কেউ অনায়াসেই হিরুর পেনসিল সারাদিনের জন্য লুকিয়ে রাখতেই পারে, আবার হিরুর খাতার অঙ্ক অন্যেরা অবলীলায় দেখে টুকে নিলেও হিরু কিছুই বলে না। বলতেও পারে না। কেন পারে না কে জানে। যারা খুব বেশি ভাবে তারা বুঝি বলতে পারে না? ক্লাসে তাই হিরু, 'হি'-রুর থেকেও বেশি 'হেরো' নামেই পরিচিত। মা-কে অনেকবার বলেওছে, "মা জানো, ক্লাসে ওরা কীর'ম যেন! সবাই আমার পেছনে লাগে... "

মা বলে, "তুই আসলে একটু বেশি ভালো। তোকে সবাই পছন্দ করে বলেই ওরা তোকে নিয়েই থাকতে চায়। তোকে নিয়ে আলোচনা করে।"

"কিন্তু আমার যে খারাপ লাগে!" হিরুও গলা সরু করে মায়ের পেছন-পেছন ঘুরতে-ঘুরতে বলে।

মা অল্প হেসে হিরুর মুখে কৌটো থেকে খেজুর-গুড়ের সদ্য হওয়া গরম নাড়ু দিয়ে বলে, "একদম পাত্তা দিবি না। জীবনে অনেক কিছু ঘটবে। সবকিছুকে পাত্তা দিতে আছে নাকি? পাত্তা না দিলেই দেখবি কীর'ম ম্যাজিকের মতো লাগবে! তখন ফুরফুরে হাওয়ায় সাইকেল নিয়ে যাওয়ার মতো মনে হবে জীবনটাকে। বুঝলি? এই,

নাড়ুটা কেমন হয়েছে রে?”

হিরুর মুখের ভেতর তখন ঝড় উঠেছে নারকোল কোরা আর খেজুড়-গুড়ের। গরম নাড়ু যখন মা মুঠোর মধ্যে নিয়ে গোল-গোল করে পাকায়, শাঁখা-পলার আওয়াজ আর নাড়ুর গন্ধে হিরু কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে। গন্ধ নেয়।

***

“একদম পাত্তা দিবি না... ”

মায়ের মুখে প্রথমবার ‘পাত্তা’ কথাটা শুনে কিছুটা মুচকি হেসেছিল হিরু। নিজের মুখেই অস্ফুটে বলে ফেলেছিল, “পাত্তা দেব না।” কীর’ম যেন বড়ো-বড়ো লাগছিল নিজেকে। সত্যিই কি ম্যাজিকের মতো জীবন? মাথায় ঘুরঘুর করছিল ‘ম্যাজিক’ শব্দটাও। শিবপুকুরের ঘাটের চাতালের আড্ডায় বড়োদের অনেককে বলতে শুনেছে ম্যাজিক করে এক্ষুনি নাকি সমাজ বদলে দেবে, কিন্তু করছে না। সত্যিই ম্যাজিক করে বদলে দেওয়া যায়? আজ নিজের চোখে দেখবে হিরু। আসলে আজকে স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে আসবে গণপতি ম্যাজিশিয়ান। শহর থেকে আসছে ‘ঝিলিমিলি প্রাথমিক বিদ্যালয়’-এ ম্যাজিক দেখাতে। হিরুর পেটে তাই কাল থেকেই যেন প্রজাপতি উড়ছে। হিরু শুনেছে ওই ম্যাজিশিয়ান নাকি চোখের নিমেষে কয়েন ভ্যানিশ করে দেয়, কৌটো থেকে বার করে সাদা মেঘের মতো পায়রা আবার ফাঁকা ঝোলা থেকে খরগোশও! আরিব্বাস... হিরুর এসব ভাবলেই কীর’ম গায়ে কাঁটা দেয়। এই বছর থেকে আবার ও ফুলপ্যান্ট পরা ধরেছে। শীতকালে এই সময়টায় ফুলপ্যান্ট পরে দৌড়ালে প্যান্টের ভেতর হাওয়া ঢুকে কীরম ফুলে ফুলে ওঠে। ঠান্ডা লাগে। লাগুক, কিন্তু আজ আর হেঁটে স্কুলে যাওয়া যাবে না, দৌড়তেই হবে। ওর স্কুল পাশের গ্রাম ঝিলিমিলিতে। না না, হিরুদের গ্রামেও স্কুল আছে। কিন্তু সেখানে পড়ে না। সবাই প্রায় ঝিলিমিলিতেই পড়তে যায়। সেই কারণে হরিনারায়ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার মলয়স্যারের দুঃখও খুব, ক্লাসগুলো সব সময় ফাঁকা-ফাঁকা থাকে বলে।

স্কুলের কাছাকাছি এসে নবীনদার মুদির দোকানের সামনেটা থেমে, হাঁফাতে-হাঁফাতে দোকানের দেয়ালে লাগানো ঘড়িটা একবার দেখে নেয়। দোকানের সামনের সারিতেই জেলি লজেন্সের শিশি। অন্যদিন হলে কিনে নিত। মুখে পুরে দিয়ে আয়েশ করে খেতে-খেতে যেতে পারত। চিনির দানাগুলো মুখে গলে যখন, হিরুর নিজেকে রাজা ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। এসব কেউ বোঝেও না ওর মতো। তা-ও হিরু ভাবে এসব নিয়েই। এক সময় ভেবেছিল বড়ো হয়ে লজেন্স-বিক্রেতাই হবে— সারাদিন বিক্রি করতে পারবে আর হরেক রকম লজেন্সের স্বাদও নিতে পারবে অনায়াসে। বাড়িতে আলোচনাও করে ফেলেছিল। বাদ সাধল কিছুদিন পরেই যখন কষের দাঁতে শুরু হল যন্ত্রণা। ডাক্তার জানিয়ে দিলেন লজেন্স একদম নয়, খেলেই কিন্তু যন্ত্রণা হবে। তারপর এক সপ্তাহ গরম জলে পেয়ারাপাতা আর নুন দিয়ে কুলকুচি। লজেন্স বিক্রেতার স্বপ্ন তখন থেকেই দেখা ছেড়ে দিয়েছিল। লজেন্স খাওয়াটা যদিও ছাড়তে পারেনি। মা-কে না জানিয়েই একটু-আধটু খেতে হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে। হিরু জানে দাঁতে ব্যথা হওয়ার মতো না খেলেই হল।

এখন প্রায় ন'টা পনেরো। আজ আর ক্লাসে সামনে বসার জায়গা পাবে না। রাজু, সোমা, কুচি সবাই আগে বসে যাবে। এরাই মূলত হিরুকে একটু বেশি খ্যাপায়, টিফিনের ভাগ একটু বেশি নেয়। হিরুর খাতার দিকেও এদেরই বেশি নজর। হিরু যখন দৌড়ে-দৌড়ে স্কুলের সামনে এসে পৌঁছয়, তখন বেশ ভিড় হয়ে গেছে স্কুলের করিডোর জুড়ে। সবাই যে যার ক্লাসে ঢুকছে। পার্বতীম্যাম লাইন করে করে ঢোকাচ্ছে। হিরু একবার প্রতিটা ক্লাসে উঁকি দিয়ে দেখে নেয়। যাক, তবু ভালো, এখনও ম্যাজিশিয়ান আসেনি। হিরুর মুখে ধরা পড়ে এক অদৃশ্য খুশি। দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের ক্লাস থ্রি-র লাইনে। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রাজু, হিরুর মাথায় চাঁটি মেরেই অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। হিরু বুঝতে পারে রাজুই মেরেছে। কিছু বলে না। আজকে কিছুই বলবে না কাউকে। কারণ আজকে দেখবে চোখের নিমেষে ভ্যানিশ কী করে করে।

বাবা কাল রাতে ম্যাজিশিয়ান আসবে শুনে বলেছিল, "ম্যাজিক তো আসলে

বিজ্ঞান আর হাতের খেলা। তুই চোখের পাতা ফেলবি না একদম, তাকিয়ে থাকবি ঠায়; দেখবি ভ্যানিশ করতে পারবেই না।"

হিরু, ওর বাবার কথা মনে পড়তেই, চোখদুটোকে কচলে একদম পরিষ্কার করে নেয়। চোখে ছিটেফোঁটাও ঘুম রাখা যাবে না আজ। আর এই সময় শুরু হয় একটা চাপা হইহুল্লোড়। চারদিক থেকে খালি ভেসে আসছে— "ম্যাজিশিয়ান এসে গেছে! এসে গেছে... "

সবাই স্কুলের পেছনের ঘরটার দিকে দৌড়য়। ওই ঘরেই নাকি বসেছে ম্যাজিশিয়ান। হিরু যেতে গিয়েও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। ম্যাজিশিয়ানকে তো কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবে, কিন্তু এ-ই সুযোগ, সামনের বেঞ্চে বসে যাওয়ার। ব্যস, ওর ক্লাসের বাকিরা যখন স্কুলের পেছনের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটেছে, হিরু তখন রাজার মতো সামনের বেঞ্চে আরাম করে বসে পড়ে, মুখে একটা গর্বের হাসি নিয়ে। এইবার বুঝুক রাজু, সোমা, কুচিরা যে হিরু কতটা আগের ভেবে চলে!

সত্যিই তা-ই, বাকিরা যখন ফিরে এল ক্লাসে, তখন ওদের সবার মুখ চুন। প্রচণ্ড বকা খেয়েছে হেডমাস্টার সুধীরস্যারের কাছে। ম্যাজিশিয়ানের গায়ের ওপর সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ম্যাজিকই দেখানোই হবে না এরম একটা পর্যায় অবধি চলে গেছিল। তারপর সবাইকে বকে-ঝকে ক্লাসে পাঠানো হয়েছে। যদিও ফার্স্ট বেঞ্চে বসে মুখে একপ্রকার নিমকির মতো হাসি নিয়ে হিরু এখন এইসব গল্পের বিশেষ শ্রোতা। গল্পের রেশ কাটতে না কাটতেই কিছুক্ষণ বাদেই পার্বতীম্যাম ক্লাসে ঢোকে। টেবিল চাপড়ে ঘোষণা করে, "ক্লাস থ্রি-র স্টুডেন্ট, সবাই একদম চুপচাপ বসবে। একদম যেনো কোনো আওয়াজ না পাই। তোমাদের সামনে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসছেন গণপতি ম্যাজিশিয়ান। একদম মুখে আঙুল দিয়ে সবাই বসো। মুখে আঙুল!" বলেই টেবিল চাপড়ে চলে যায়।

সবার চোখে-মুখের কী অবস্থা হিরু তখন দেখেনি, কিন্তু পার্বতীম্যামের বলে যাওয়ার মুহূর্তে হিরুর সামনে আয়না ধরলে দেখা দিত এক অন্য হিরুর মুখ, যে মুখে এক অনন্ত বিস্ময় আর চেনা কৌতূহল। ওর আর তর সয় না। ক্লাসের রাজু, কুচি আর

সোমাকে আজ ম্যাজিকের ভেলকি ধরে দেখিয়েই দেবে যে, হিরণ্ময় মানে হেরো নয়, ও আসলে হিরোই।

মিনিট পাঁচেক বাদেই ক্লাসে যিনি ঢুকলেন তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। প্রায় ছ'ফুট লম্বা মানুষটার গায়ে আছে একটা বিরাট বড়ো পাঞ্জাবির মতো কিছু, যাতে পুরোটাই জরি আর চুমকি বসানো। আলো ঠিকরে ভরিয়ে দিচ্ছে ক্লাসরুম। পাঞ্জাবির পেছনে কাঁধ থেকে ঝুলছে পরদার মতো একটা চাদর। হাওয়ায় আবার অল্প-অল্প দোলও খাচ্ছে সেই পরদা। ম্যাজিশিয়ানের মাথায় রঙিন পালক লাগানো পাগড়ি। পাগড়ির ঠিক মাঝখানে পালক গোঁজা। গোঁফখানাও দেখার মতো, একেবারে দু'দিকে পাকিয়ে কান পর্যন্ত ছুঁয়ে নিয়েছে। মুখটাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি চকচক করছে। গণপতি ম্যাজিশিয়ানকে হিরু যখন মুগ্ধ হয়ে দেখছে, গণপতি নিজেই ওর কাছে প্রথম বেঞ্চে আসে।

"এই যে ছেলে, সামনের বেঞ্চিটা তো আমার লাগবে গো জিনিসগুলো রাখতে। তুমি কি একটু পেছনের দিকে চলে যাবে?"

হিরু প্রথমে বুঝতে পারে না গণপতির কথা। ম্যাজিশিয়ানের গা থেকে কীরম একটা গাঢ় গন্ধে যেন ও প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবে। কানদুটোও কেমন ঝাপসা শোনার জায়গায়। কাঁধ থেকে ঝোলা পরদার পেছনের পৃথিবী তখন হিরুর কল্পনায়। ও ঘোরে থেকেই আবার শুনতে পায়, "এই ছেলে, তুমি একটু লাস্ট বেঞ্চিতে যাবে? ওই তো, ওটা ফাঁকা আছে তো।"

হিরুর উত্তর না পেলেও, গণপতি ততক্ষণে প্রথম বেঞ্চিতে ওর ম্যাজিকের সরঞ্জাম রাখতে শুরু করে দিয়েছে। হিরুর সংবিৎ ফিরতেই দেখে, ওর বেঞ্চির অর্ধেক জায়গা ততক্ষণে তাসের প্যাকেট, বড়ো কালো রঙের ব্যাগ, রঙিন কাগজের সমাহারে ভরতি হয়ে গেছে। আর রাজু, কুচি, সোমা হিরুর দিকে বিকট মুখ করে হাসছে প্রথম বেঞ্চির অধিকার হারিয়ে যাওয়ায়। হিরু একপ্রকার বাধ্য হয়েই শেষের বেঞ্চে গিয়ে বসে। ধুর! সেই শেষের বেঞ্চে! এত তাহলে তাড়াহুড়ো করে, হইহুল্লোড় না করে ছুটে স্কুলের পেছনে না গিয়ে লাভ কী হল! রাগ হয় হিরুর। তবে গণপতি

ম্যাজিশিয়ানের ভেলকির কাছে ক'জনই বা রাগ করে থেকেছে!

শুরুই করে ফাঁকা ম্যাজিকের ঝোলা থেকে খরগোশ বের করে। টোপাকুলের মতো চোখ নিয়ে খরগোশটা কানদুটো খাড়া করে যেন হিরুকেই দেখছে ঝোলা থেকে বেরিয়ে। সারা ক্লাসে তখন হাসি আর হাততালির ফোয়ারা। আর প্রতিটা ম্যাজিকের আগেই গণপতি ম্যাজিশিয়ান বলে ওঠে একটা মন্ত্র—

"বন-বন-বন লাট্টুর পাক, ধুম-ধাড়াক্কা গিলি-গিলি
হোকাস-ফোকাস চাখুম-চকাস যাচ্ছি এবার ম্যাজিক গলি!"

হিরুও তখন ভুলতে শুরু করেছে শেষ বেঞ্চে বসার দুঃখ। মন্ত্রটা কানের সামনে পাঁচালির মতো ভাসছে। তারপর একের পর এক ম্যাজিক— কখনও কয়েন ভ্যানিশ করে হাতের এ-তালু থেকে অন্য তালুতে নেওয়া, তো কখনও তাসের প্যাকেট থেকে জোকার চলে যাওয়া চোখের নিমেষে অন্য প্যাকেটের ভেতর। গ্লাসের মধ্যে থাকা একটা স্পঞ্জের লাল বল প্রথমে হয়ে গেল দুটো, তারপর চাপা দিয়ে তুলতেই হয়ে গেল চারটে— এর'ম আরও আরও কত কী! হিরু বড়ো বড়ো চোখ করে মন দিয়ে দেখেও কিছুই ধরতে পারে না। বাবা যে বলেছিল ওসব বিজ্ঞান! বিজ্ঞানবইতে তো এরম কিছুই পড়েনি। বিজ্ঞানে যত বাজে-বাজে জিনিস আছে। গাছ কীভাবে বেঁচে থাকে, মানুষের শরীরের ভেতর কী-কী থাকে, আলো কেন সোজা চলে কিংবা... কিংবা... ধুর... এর থেকে স্কুলে যদি ম্যাজিকের বই পড়ানো হত কত ভালো হত! এক খেয়ালে এইসব ভাবার মধ্যেই গণপতির আঙুল কখন যে একদম ওর দিকে তাক করে রাখা আছে ঠিক খরগোশের চোখের মতোই, তা হিরু দেখে না।

"এই যে তুমি! তুমি... হ্যাঁ তুমি, তুমি! তুমি এসো দিকি— "

হিরু প্রথমটায় ঘাবড়ে যায়। এই রে! ওকে ডাকছে? কেন ডাকছে? ওকে আবার ভ্যানিশ করে দেবে না তো? কিংবা অন্য কিছু বানিয়ে দিলে? হয়তো আর একটা খরগোশ! একে তো ক্লাসে সবাই "হেরো", "হেরো" করে। তারপর তো আরও করবে। কিন্তু যদি সত্যিই ভ্যানিশ করে দেয়! হিরুকে না দেখতে পেলেও, হিরু কি বাকিদের দেখতে পাবে? হিরুর মনে পড়ে যায় জানালা দিয়ে দেখা দূরের

চলে যাওয়া ট্রেনের কথা। হিরু যেমন নিজের ঘরের জানালা থেকে ট্রেনের প্রতিটা জানালা দেখতে পায়, ট্রেনও কি পায় হিরুর জানালা দেখতে? না কি ট্রেনের কাছে ভ্যানিশ হয়ে যায় হিরুর জানালা প্রতিবারেই? ভ্যানিশ হলে সেটা কি তবে গণপতি ম্যাজিশিয়ানই করে? তবে হিরু ভ্যানিশ অবস্থায় থাকলে, আচ্ছা করে রাজুর মাথায় গাঁট্টা মারবে। সোমা আর কুচিকে কিছুতেই ওর টিফিনে ভাগ বসাতে দেবে না।

***

গণপতি এইসময় আবার হিরুকে ডাকলে, ওর ভ্যানিশের ভাবনা ভ্যানিশ হয়ে যায়। তারপর অনেকটা ভাবনা আর অনেকটা ভয় নিয়েই ও গণপতির সামনে যায়। গণপতির সামনে ক্লাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

"এই যে ছেলে-মেয়েরা— ডিম সকলের ভালো লাগে তো?" গণপতি ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ডিম সকলের সামনে ধরে বলে যায় কথাগুলো।

সবাই এক সঙ্গে "হ্যাঁ" বলে ওঠে।

গণপতি বলে, "আর সেই ডিম যদি আবার ভাজা হয়! উফ্‌ফ্‌, তাহলে তো কথাই নেই, তাই না?" বলার পর এক হাতে পাঞ্জাবির অন্য পকেট থেকে বের করে একটা ছোটো চাটু। বাবা! কত বড়ো পাঞ্জাবির পকেট যে চাটু ঢুকে যায়! হিরু পেছনদিকে মাথা উঁচু করে চাটুটাকে একবার দেখে নেয় আর দেখতে থাকে গণপতির কার্যকলাপ। রাজু ফট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "ম্যাজিশিয়ান, তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে ও কিন্তু ডিম পাড়তেও পারে!"

গোটা ক্লাস হো-হো করে হেসে ওঠে। গণপতি থামায়।

"আস্তে আস্তে! এর'ম গোল বাঁধালে কিন্তু আমাকে আর ম্যাজিক দেখাতেই দেবে না তোমাদের রাগী পার্বতীম্যাম।"

সবাই আবার চুপ করে যায়। এবার হিরুর দিকে মাথা নীচু ক'রে জিজ্ঞাসা করে, "এই ছেলে, তোমার নাম কী গো?'

হিরু মিনমিন করে বলে, "হিরণ্ময়। ডাকনাম হিরু।"

সবাই "হেরো! হেরো!" করতে থাকলে গণপতি আবার থামায়।

"আস্তে আস্তে! বলছি না এর'ম হুল্লোড় করলে তো এবার আসল ম্যাজিকটা দেখাতেই পারব না। দেখো না এবার কাণ্ডটাই না কী ঘটবে! এবার ডিম ভাজবে তোমাদের বন্ধু হিরু। কিন্তু উনুন বা স্টোভ তো নেই। তাহলে! তাহলে? কী উপায়?"

হিরু দেখে গণপতি নিজের গালে হাত দিয়ে চোখের মণি ওপরে তুলে ভাবার অভিনয় করছে। হিরুর হাসিও পায় আবার অবাক হয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা উঁচু করে। এই সময় আচমকা হিরুর মাথায় হাত দিয়েই হাত সরিয়ে নেয় গণপতি আর বলে, "উফ্‌ফ্! মাথা কী গরম গো তোমার, হাতই দেওয়া যাচ্ছে না! গরম যখন মাথা, এটার তো একটা সদ্ব্যবহার করতেই হচ্ছে। দেখি, এখানে চাটু রেখেই ডিমটা ভাজা যায় কি না। নইলে এই ডিম পচা ডিম!"

'পচা' শুনেই ক্লাসের মধ্যে হাসির গ্যালপিং ছুটে যায়।

"হেরোর মাথায় গোবর ছাড়া তো কিছুই নেই! ওর মাথায় আবার ডিম ভাজা যায় নাকি!" চেঁচিয়ে বলে কুচি।

হিরুর ভেতরটা রাগে অপমানে জ্বলে যায়। ইচ্ছে করে দৌড়ে গিয়ে ওদেরকে মনের আনন্দে মেরে বাড়ির দিকে পালাতে। আর ম্যাজিশিয়ানকেও বলিহরি, আমার মাথা ছাড়া আর কোনো মাথা পেল না! আমার মাথা কি এতই ফ্যালনা যে চাটু রেখে ডিম ভাজতে হবে! যা অবস্থা, খালি 'হেরো'-ই নয়, কাল থেকে 'পচা ডিম' বলেও ডাকতে শুরু করবে সব। হিরুর নিশ্বাস প্রায় আটকে আসে। রাজুরা ওর দিকে তাকিয়ে হাসির পরিমাণ আরও বাড়ায়। "পচা ডিম, পচা ডিম" বলে কেউ কেউ দু'-তিনবার ডেকেও নিচ্ছে। আর এই সময় হিরুর মাথায় রাখা চাটুর ওপর ডিমটা ফাটিয়ে ঢালে গণপতি। রাজু ফস্ করে বলে ওঠে, "স্যার, ও এই দু'দিন হল নিজে থেকে চুল আঁচড়াচ্ছে, তার আগে মা-ই আঁচড়ে দিত; চাটু সরিয়ে ওর মাথাতেই ডিমটা ফাটাতে পারতেন, তাহলে পুরো শ্যাম্পুর মতো মেখে নিত— "

ক্লাসের মধ্যে দিয়ে আবার একটা হাসির এক্সপ্রেস ছুটে বেড়োবে, সেই মুহূর্তেই চাটু থেকে ডিম ভাজার আওয়াজ আর ধোঁয়া উঠতে থাকে। হাসির এক্সপ্রেস ট্রেন